রাতকাণা

কৌতুক নাট্য

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

সন ১৩২৩ সাল

নাট্যবিদ্যাভারতী

রায় শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর

কবিভূষণ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

একাদশ সংস্করণ

উৎসর্গ

বন্ধুবর

ডাক্তার শ্রীরজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম-বি

লেট সিনিয়র হাউস্ সার্জ্জন

মেডিকেল কলেজ

কালোমাণিক!

শুনিয়াছি, রাতকাণার চিকিৎসা না কি তোমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে নাই। চোখ না সারাইতে পার, এই প্রহসন-প্রদর্শিত প্রণালী মত যদি মন সারাইবার চেষ্টা কর, তবে আমার বিশ্বাস, তুমি রাতকাণার একজন স্পেশিয়ালিষ্ট বলিয়া গণ্য হইবে। জগৎ কি এতই মূর্খ যে, মনের ব্যাধি আরোগ্য জন্য দর্শনী দিবে না? দেহের ব্যাধি আরোগ্য জন্য ত প্রচুর দর্শনী দিয়া থাকে। বড় কোন্‌টা?

লাভপুর, বীরভূম
সন ১৩২৩ সাল

স্নেহবদ্ধ
নির্ম্মলশিব

নিবেদন

নিতান্ত নিরুপায়ে একটি বীভৎস রসের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছি। দর্শক ও পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন।

প্রসিদ্ধ নৃত্য-শিক্ষক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় দুই একটি পরামর্শ দিয়াছেন।

সঙ্গীতাচার্য্য, সুকবি শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাক্‌চি মহাশয় সুরসংযোগের সুবিধার জন্য গানের কয়েকটী কথার পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন।

"রামানুজ" প্রভৃতির নাট্যকার, প্রসিদ্ধ অভিনেতা, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছাপাখানার অপ-দেবতাটীকে আমার জন্য নিজস্কন্ধে লইতে গিয়া স্কন্ধদেশ বাঁকাইয়া ফেলিয়াছে তবু ঘাড় ঝাড়া দেন নাই; সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত জানকীনাথ বসুও প্রুফ দেখিতে গিয়া দৃষ্টিশক্তির হানি করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলের নিকট এই অবকাশে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

লাভপুর (বীরভূম)

সন ১৩২৩ সাল

বিনীত—

শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

নবম সংস্করণে নিবেদন

সন ১৩২৩ সালে "রাতকাণা" প্রথম অভিনীত ও প্রকাশিত হয়। আজ ১৩৪১ সাল শেষ হইতে চলিল। দীর্ঘ আঠারো বৎসর পরে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। শ্রদ্ধেয় নাট্যকার প্রিয়-সুহৃৎ অপরেশচন্দ্র আজ স্বর্গগত। কালোমাণিক (ডাক্তার রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম-বি) তো বহু পূর্ব্বেই স্বর্গগমন করিয়াছে। শ্রদ্ধেয় দেবকণ্ঠবাবু ও জানকী বসু আর ইহজগতে নাই। "একে একে নিভিছে দেউটি।" এবার কাহার পালা কে জানে? অপরেশচন্দ্র তাঁহার সুবিখ্যাত "কর্ণার্জ্জুন" নাটক আমার নামে উৎসর্গ করিয়া, আমার প্রতি তাঁহার যে স্নেহ ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার উপযুক্ত প্রতিদান দিবার সুযোগ আমার হয় নাই। যদিও আমার "রূপকুমারী" নামক নাটিকাটি প্রতিদানে তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছি কিন্তু তাহা "রাতকাণা"র মত জনাদর লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাই "রাতকাণা" প্রহসনের সহিত তাঁহার শোকাচ্ছন্ন স্মৃতি গাঁথিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে নবম সংস্করণের পৃথক নিবেদন লিখিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কি জানি—আর যদি সুযোগ না-ই আসে।

লাভপুর, বীরভূম
১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৪১ সাল

বিনীত—
শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রহসনোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

গোবৰ্দ্ধন	...	...	জনৈক চাষা
অম্বিকাচরণ	...	...	ঐ শ্বশুর
সীতানাথ	...	...	ঐ শ্যালক

স্ত্রী

বিন্দী	...	...	গোবৰ্দ্ধনের মাতা
কাল বৌ	...	...	ঐ শাশুড়ী
খেঁদী	...	...	ঐ স্ত্রী

গ্রাম্য রমণীগণ

রাতকাণা

সন ১৩২৩ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ

স্বত্বাধিকারী	...	শ্রীউপেন্দ্রকুমার মিত্র বি-এ
অধ্যক্ষ	..	" অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সঙ্গীতাচার্য্য	...	" দেবকণ্ঠ বাকৃচি
নৃত্যশিক্ষক	...	" নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু
রঙ্গভূমি সজ্জাকর	...	" আশুতোষ পালিত ও
		" অমূল্যচরণ সুর

পুরুষ

গোবর্দ্ধন	...	শ্রীমন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু)
অম্বিকাচরণ	...	" কার্ত্তিকচন্দ্র দে
সীতানাথ	...	" ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়

স্ত্রী

বিন্দী	...	শ্রীমতী ক্ষান্তমণি
কাল বৌ	...	" সুশীলাসুন্দরী
খেঁদী	...	" কুমুদিনী

প্রস্তাবনা

গীত

কত ভুল, ওগো লোকের কত ভুল।
নয় ক যাহা, দেখাতে তাহা, চেষ্টার নাই অপ্রতুল॥
ভূষণ অভাব, এমনি স্বভাব,
চেয়ে চিন্তে পূরায় অভাব
পরকে বলে "আমারই" এ সব,
বোঝায় কত হয়ে ব্যাকুল॥
পান্তা খেয়ে পোলাওয়ের গর্ব্ব,
বিদিত আছ তোমরা সর্ব্ব,
সে গর্ব্বে মানের খর্ব্ব,
বোঝে না এমন বিষম ভুল॥
রূপ-হীন সজ্জা করে,
রূপ-হীনা নয়ন ঠারে,
বিধি আছে মাথার 'পরে,
আদায় করে ভুল-মাশুল॥

রাতকাণা

প্রথম দৃশ্য

খামার-বাড়ী

গোবর্দ্ধন বসিয়া তামাক খাইতেছে

বিন্দীর প্রবেশ

বিন্দী। ও বাবা গোবর্দ্ধন! তোমার শ্বশুর-বাড়ী থেকে তোমাকে নিতে যে লোক এসেছে। শীগ্‌গীর ঘরে এস।

গোবর্দ্ধন। ভ্যা ভ্যা—(ক্রন্দন)

বিন্দী। ও কি যাদু আমার, কাঁদ কেন? শ্বশুর-বাড়ী যাবে, এ ত সুখের কথা—তাতে কাঁদ কেন?

গোবর্দ্ধন। (ভ্যাঙাইয়া) কাঁদ কেন! ন্যাকা মাগী জানে না যেন!

বিন্দী। কি জানি বাবা?

গোবর্দ্ধন। জান না? সেই যে—(এদিক ওদিক ভাল করিয়া দেখিয়া চক্ষুর্দ্বয় দেখাইল)

বিন্দী। ও, রাতকাণা ?

গোবর্দ্ধন। খুন করে ফেলব—চুপ কর্। আমি ইসারায় দেখিয়ে দিলাম, উনি আবার চেঁচিয়ে তা পাড়া গোল কর্‌ছেন।

বিন্দী। আচ্ছা বাবা, আর বলব না। এখানে আর কেউ নাই—তাই বল্লাম। কিন্তু তুমি ত বেশ চালাক আছ, কোন রকমে চালিয়ে নিতে পারবে না ? জামাই-ষষ্ঠির সময়—কিছু পাওনা-থোওনা আছে, সেগুলো ছাড়াও ত ভাল হয় না !

গোবর্দ্ধন। তাই ত মা—পাওনা আছে—যাওয়া উচিত ; কিন্তু পাছে সেখানে কেউ এইটে (চক্ষু দেখাইয়া) জেনে ফেলে—এই বড় ভয়।

বিন্দী। এত চালাক তুমি, কোন রকমে মানিয়ে নেবে এখন। যদি ওটার দরুণ কোন দোষ ক'রে ফেল, কৌশল করে সেটা সেরে নিতে পার্‌বে না।

গোবর্দ্ধন। কি বল্লি মা, আমি কৌশল করতে পারব না ? আচ্ছা, আমি যাব। ডাক্ সে লোককে।

বিন্দী। তার অন্য যায়গায় বরাত আছে ; নেথনটি দিয়েই সে চলে গেল।

গোবর্দ্ধন। আচ্ছা, গেছে যাক। কাপড়ের একটা পুঁটুলী বেঁধে দে ! চটি জুতাটাও তার মধ্যে দিস, নইলে প'রে রাস্তা হাঁটতে গেলে ক্ষয়ে যাবে। গাঁ ঢোকবার

সময়ে পা ঝেড়ে প'রব এখন। পিরাণটা প'রেই যাব—
সেটা বাইরে রাখিস্—বুঝলি ?

বিন্দী। আচ্ছা বাবা। তাহ'লে তুমি চাট্টি খেয়ে নেবে এস। প্রস্থান

গোবর্দ্ধন। বউটী এতদিন বেশ ডাগর ডোগর হয়েছে—
(আহ্লাদে) তাই রে নারে নাই রে নারে না। (সহসা ম্লান মুখে) কিন্তু (চক্ষুতে হাত দিয়া)—এটার কি করি ? আরে, ঐ ভয়েই যে শ্বশুর-বাড়ী যাওয়ার সব সুখ উপে যাচ্ছে ! কিন্তু একে বউটি ডাগর হয়েছে, তার ওপর কিছু পাওনাও আছে ;—তা ভয় কি ? কোন ফিকিরে চালিয়ে নেব ! প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

পথ

পার্শ্বে গোচরে গরু চরিতেছে

রাখালগণের গীত

বেণু বাজে না, তাই ধেনু চরে না।
ওরে, আয়রে কানু বাজারে বেণু
আর তো ধৈরয ধরে না॥
, সূয্যি মামা পাটে বসেছে,
ঐ লাল আভা মেরেছে,
বাজা বাজারে বেণু (নইলে) ধেনুর
পেট ভরে না॥

পুঁটলি স্কন্ধে গোবর্দ্ধনের প্রবেশ

গোবর্দ্ধন। কানু এসেছে রে ব্যাটারা—কানু এসেছে। তবে শুধু কি বেণু বাজাবে—রাধার কুঞ্জেও যাবে। পা ঝেড়ে চটিটা এই সময় প'রে ফেলি, নইলে ব্যাটারা অসভ্য চাষা মনে কর্‌বে। (চটি প'রিল) কিন্তু (পশ্চিম দিকে চাহিযা) এদিকে যে সন্ধ্যে হয়ে এল! ও বাবাঃ—কি করি? এরই মধ্যে যে ঝাপ্সা ঝাপ্সা লাগছে। তাই ত, রাখাল ব্যাটারাও ত গরু নিয়ে ঘর পানে চল্‌লো। (রাখালগণের প্রস্থান) কই, কানুর বেণু বাজাবার জন্যে ত একটুও সবুর করলে না। তাই ত, এখন গাঁ ঢুকি কি করে? ওরে বাবা, কি ক'রে গাঁ ঢুকি? (কাণার মত এদিক ওদিক করিতে করিতে একটি পরিত্যক্ত-গরুর খুব নিকটবর্ত্তী হইল ও ভয়ে চমকাইয়া উঠিল) ওরে বাবা! এটা আবার কি? (গায়ে হাত বুলাইয়া বুঝিয়া) এ যে গরু দেখছি! হায়, হায়, দেখছি আর কৈ, ইসারায় বুঝছি। বেণু বাজে নাই, তাই পেট ভরে নাই, তাই বুঝি এটা পাল থেকে ছিট্‌কে এখনও ঘাস খাবার চেষ্টায় আছে। নিশ্চয় এই গাঁয়ের গরু। আহা! বেশ সুবুদ্ধি গরুটী ত! এইটারই ল্যাজ ধরে তাড়ান যাক্—নইলে

মাঠের সামনে প্রাণ যাবে। সামনের গাঁটারই যখন গরু, তখন নিশ্চয় গাঁ পানেই যাবে। (কসিয়া ল্যাজ ধরিয়া গরু তাড়াইবার শব্দ ও গরুর ল্যাজ ধরিয়া প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

অম্বিকাচরণের দাওয়া

অম্বিকা ও সীতানাথ

অম্বিকা। হাঁরে সীতে গোবর্দ্ধনের যে আজ আসবার কথা ছিল, তা কৈ এখনও ত এলো না? নতুন জামাই— কোন কিছুর জন্যে রাগ টাগ কর্‌লে না ত?

সীতানাথ। তুমিও যেমন বাবা, রাগ করবে কিসের জন্যে? আমাদের দোষ কি হ'ল যে রাগ কর্‌বে?

অম্বিকা। ওরে বাবা, তুই ছেলে মানুষ—তুই কি জান্‌বি? জামাই জাত—ও এক রকমের। ওরা দোষে ত রাগ করেই, মিনি দোষেও করে।

কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে খেঁদির প্রবেশ

খেঁদী। কল্‌কে নাও বাবা।

অম্বিকা। ঐ দেখ হুঁকো; বেশ করে টেনে ধরিয়ে দে ত সীতে!

সীতানাথ তামাক সেবন করিয়া অম্বিকাকে হুঁকো দিয়া

সীতানাথ। নাও বাবা, ধরেছে।

অম্বিকা। (তামাক খাইতে খাইতে) হাঁ খেঁদী! সন্ধ্যে হ'য়ে গেল, গোবর্দ্ধন যে এখনো এলো না?

খেঁদী। তা আমি কি জানি বাবা! প্রস্থান

অম্বিকা। তুই জানবি না, সীতানাথ জানবে না—সবই কি আমাকে জান্‌তে হবে?

কাল বৌয়ের প্রবেশ

অম্বিকা। ও কালো বৌ! গোবর্দ্ধন ত এখনও এলো না?

কাল বৌ। তাই ত গো!

অম্বিকা। কেন এলো না—বল দেখি?

কাল বৌ। তাই ত, কেন বল দেখি?

অম্বিকা। (রাগিয়া) তা আমি কি ক'রে জানব রে শালি?

সীতানাথ। আঃ বাবা, তুমি যে ছোটলোকের মত কথা কও।

অম্বিকা। ব্যাটা আমার কি ভদ্দলোক রে! জাত চাষা, চাষা আবার ভদ্দলোক কবে হয়? জানিস না গুওটা, ভদ্দলোকেরা তাদের মধ্যে কেউ খারাপ কাজ করলে বলে—"চাষার মত কাজ করেছে।" আমরা আর "মত" নই—একেবারে খোদ চাষা।

সীতানাথ। মুখ সামলে কথা কও বল্‌ছি বাবা! খবরদার আমাকে গুওটা ব'ল না—ভাল হবে না।

অম্বিকা। দেখ সীতে! একে জামাইযের জন্যে আমার মেজাটা খারাপ হ'য়ে আছে, তার ওপর আমাকে আর রাগাস্‌ না বল্‌ছি। আমি দেখতে এমনি ভাল-মানুষটী, কিন্তু যদি একেবার রাগি, তবে (রাগিয়া চীৎকার স্বরে) ফাল পেটা করে দেব গুওটাকে।

সীতানাথ। ফের, গুওটা বলছ?

অম্বিকা। হাঁ বলছি; তা করবি কি? মারবি না কি রে গুওটা?

সীতানাথ। দেখ মা দেখ, আমার কিন্তু দোষ নাই?

কাল বৌ। আচ্ছা সীতেনাথ! তুই রাগিস্‌ কেন? গুথেকোর ব্যাটা বল্লে কাকে গাল হয়? তোকে, না ওর নিজেকে। খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে ওরই বাচ বিচার নাই তা হ'লে!

অম্বিকা। এ্যা হ্যা হ্যা—

সীতানাথ। তাই ত মা। খুব ক'সে গুওটা বল বাবা, আর কিছু ব'লব না।

অম্বিকা। আবার! এ্যা হ্যা হ্যা—ওয়াক থুঃ! আবার!

কাল বৌ। ওগো, একটা কি হুটোপাটির শব্দ হচ্ছে শোন।

অম্বিকা। তাই ত হাঁরে সীতে, গরু সব গুণে গোয়ালে ভরেছিস্‌ ত? শেকল দিয়ে এসেছিস্‌ ত?

সীতানাথ। না, আমি আজ আর গোয়াল পানে যেতে পারি নাই। রাখালটা নিশ্চয়ই সব ঠিক ক'রে গেছে।

অম্বিকা। আর নবাব পুত্তুর করছিলেন কি? শুও—না, না, কিছু নয়। ভাগের রাখাল, তা কি জানিস্ না? সে কি যত্ন ক'রে সব ঠিকঠাক ক'রে দিয়ে যাবে? যা, গরু গুণে, খড় দিয়ে, ভাল ক'রে শেকল দিয়ে আয়; আর কি হুটপাট্ ক'রছে—দেখেও আয়।

সীতানাথের প্রস্থান

অম্বিকা। কাল বৌ! পা দু'টোয় তেল দেবে চল ত, বড় মশা কামড়াচ্ছে।

কাল বৌ। চল।

সকলের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

গোয়াল ঘর

গরুর ল্যাজ ধরিয়া গোবর্দ্ধন গোয়ালময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে

গোবর্দ্ধন। এ শালা কি কলুর বাড়ীর গরু নাকি? শালা যে কেবলই পাক মারছে—থামে না। প্রথমে মনে করেছিলাম—বেশ সুবুদ্ধি গরু, তা নয়, শালা বদ-মাইসের ধাড়ি। যত ওলবন কচুবনের মধ্যে দিয়ে শেষে ছুট্‌তে আরম্ভ করলে। এঃ, গা হাত পা সব চিড়বিড় ক'রে উঠেছে, চুলকুই কি ক'রে? ল্যাজটি ছেড়ে দিলেই ত, শালা পালাবে! কিন্তু ভাবে বোধ হচ্ছে—এটা ত রাস্তা নয়! এই যে আর একটা গরুর গায়ে ধাক্কা লাগল, এই যে একটা চোণার গর্ত্ত, এই যে দেওয়াল। উঁহু, এটা তা হ'লে গোয়াল। কার গোয়ালে এসে ঢোকালি রে বাপ গরু? যাক্, গোয়ালই হ'ক আর যাই হ'ক—ঘর তো বটে। আর ঘুরতেও পারছি না। রাতকাণার আশ্রয় ল্যাজটা এইবার তা হ'লে ছেড়ে দিতে পারি।

ল্যাজ ছাড়িয়া দিল

নেপথ্যে সীতানাথ। বাবা ত' ঠিকই বলেছে—রাখাল ব্যাটা ত শেকল দেয় নাই। কপাট একেবারে হাঁ হাঁ করছে।

প্রবেশ

তাই ত, আলো আন্‌লাম না, এখন গরু সব গুণি কি করে? কে আবার এখন আলো আনতে যায়? ক'টাই বা গরু, আঁধারেই গায়ে হাত দিয়ে গুণে নি।

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) যেন মানুষের পায়ের শব্দ পাচ্ছি। কোন শালা গোচোর বুঝি গরু চুরি করতে এসেছে। শালা যদি গরু ব'লে আমাকেই ধরে তবেই ত' মুস্কিল! যাক্, কি আর ক'রব? যেখানে আছি, সেইখানেই চুপটি ক'রে গরুর মত চার-পা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

তথাকরণ

সীতানাথ। (গরুর গায়ে হাত দিয়া গুণিতে আরম্ভ করিল) রাম, দুই, তিন,—এটা বুঝি শ্যামলা গাইটা, চার,—এটা বুঝি দামড়াটা। (গোবর্দ্ধনের মাথায় হাত দিয়া) পাঁচ—

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) সারলে রে!

সীতানাথ। এটা যে বড্ড ছোট! এটা বুঝি ঐ শ্যামলার কইলে বাছুরটা? (মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে) না না, এ যে মাথাটা মানুষের মাথার মত গোল পারা

লাগছে। (পিঠে হাত বুলাইতে গিয়া) এ কি! এ যে জামার মত! কইলে বাছুর জামা প'রে এল কি ক'রে? তবে কি গোভূত না কি? (দূরে সরিয়া আসিয়া) রাম, রাম, রাম। খেঁদি! ও খেঁদি—

নেপথ্যে খেঁদী। কি দাদা।

সীতানাথ। শীগ্‌গীর একটা আলো নিয়ে আয়। রাম, রাম, রাম। (কম্পন)

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) বুঝি এইবার আলো নিয়ে আসে। ওরে বাবা, কি করি? কি করি? ভগবান্, বুদ্ধি বাত্‌লাও—চট ক'রে—নইলে গোবেড়েন করলে। হাঁ বুদ্ধি এসেছে।

লম্প লইয়া খেঁদির প্রবেশ

খেঁদী। দাদা! ভয় পেয়েছ নাকি।

সীতানাথ। রাম, রাম, রাম। দেখ ত খেঁদী এগিয়ে। রাম, রাম।

খেঁদী। তোমার ত খুব সাহস দাদা! পুরুষ মানুষ হ'য়ে তুমি এগিয়ে দেখ্‌তে পারছ না, আমি মেয়ে মানুষ, আমাকে বলছ এগিয়ে দেখ্‌তে? বেশ, দেখছি, তোমার মত আমি অত ভয়-তরাসে নই। (আলো লইয়া দেখিয়া চাপা স্বরে) ও মা! এ কি! এ কে!

সরিয়া ঘোমটা দিল

সীতানাথ। কে কে খেঁদী ?

খেঁদী। (চাপা স্বরে) এগিয়ে দেখ না, কে। আমি জানি না। লজ্জায় অধোবদন হইয়া সরিয়া আসিল

সীতানাথ। তুই অমন চাপাস্বুরে কথা কইছিস্ কেন ? তুইও ভয় পেযেছিস্, আবার বলছিস গোভূত নয় ?

খেঁদী। না।

সীতানাথ। তবে গোচোর বুঝি ?

খেঁদী। দেখ না এগিযে, ভয় নাই।

সীতানাথ। (অগ্রসর হইয়া দেখিয়া) তবে রে শালা, গরু চুরি করতে এসেছ ? জান না, কোন্ হাটে এসেছ ছুঁচ বেচ্ তে ? অম্বিকা মোড়লের বাড়ী গোচোর ! ফাল পেটা হবার ভয় নাই ? ধরিল

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) অম্বিকা মোড়ল ত আমারই শ্বশুরের নাম। আর খেঁদীও ত আমারই পরিবারের নাম। বলিহারি বাপ্ গরু, একেবারে ঠিক ঠিকানায় নিয়ে এসেছ ! কিন্তু যে রকম ঝাঁকানি দিচ্ছে, এ তো মারলে ব'লে।

সীতানাথ। শালা আবার কথা কয না। উঠে দাঁড়া শালা সাজা-বাছুর ! আজ তোর হাড় একঠাঁই মাস একঠাঁই ক'রব। (গোবর্দ্ধনকে দাঁড় করাইয়া হাঁটুর গুঁতা ও ঝাঁকানি দিয়া) বল্ শালা কে তুই ?

গোবর্দ্ধন। আমি তোমার বুনুই সীতেনাথ !

সীতানাথ। শালা, একে গরু চুরি ক'রতে এসেছিস্, তার ওপর আবার বুনুই ব'লে গালাগালি দিচ্ছিস্? (প্রহার)

খেঁদী। মেরো না দাদা, মেরো না।

সীতানাথ। মারব না খেঁদী, বলিস কি? প্রহার

খেঁদী। মেরো না দাদা, মেরো না। ও যে—

সীতানাথ। ও যে—কে?

খেঁদী। আজ যে ওর আসবার কথা ছিল।

সীতানাথ। এঁ্যা, গোবর্দ্ধন নাকি? (ভাল করিয়া দেখিয়া) তাই ত। ছি ছি! তা এ গোয়াল ঘরে কেন ভাই? দোষ ধরো না ভাই, গোচোর ভেবে তোমায় মেরেছি। আর যদি দোযই ধরে' থাক ত মাপ কর ভাই। (খেঁদীকে) ছি, ছি, এ কি হ'ল খেঁদী? (গোবর্দ্ধনকে) তা ভাই, আমারই বা দোষ কি? তুমি ঘরে না গিযে গোযালে ঢুকবে তা কেমন ক'রে জানব?

গোবর্দ্ধন। তোমাদের অবস্থা আজকাল কেমন—তা ক'টা গরু, কি বিত্তান্ত, সেই সব দেখে বুঝবো ব'লে, গোয়াল ছু'য়ে ঘরে যাব মনে করেছিলাম।

সীতানাথ। তা ভাই, গরুর মত হামা পেতে ছিলে কেন?

গোবর্দ্ধন। ও সেটা—সেটা—হাঁ, সেটা তোমাকে ভয় দেখিয়ে একটু আমোদ করবার জন্তে।

সীতানাথ। এমন আমোদও করে ভাই! দেখলে ত্তো

আমোদের ফলটা? তা যা হবার তা হ'য়ে গিয়েছে ভাই, এখন ঘরে চল।

গোবৰ্দ্ধন। (স্বগত) ওরে বাবা, কেমন ক'রে ঘরে যাব? (প্রকাশ্যে) কি, ঘরে যাব? এত মারলে, এখন অমনি ঘরে যাব? হাত ধ'রে নিয়ে যাবে, তবে যাব।

সীতানাথ। (হাত ধরিয়া) এই হাতে ধরেই নিয়ে যাচ্ছি ভাই রাগ ক'রো না, চল।

গোবৰ্দ্ধন। (স্বগত) কি বুদ্ধি! মা কালী খুব সময়ে বুদ্ধি জুগিয়ে দিয়েছেন। যাক্, এখন ঘরে তো যাওয়া যাক্, তারপর যেমন হয় দেখা যাবে।

সকলের প্রস্থান

পঞ্চম দৃশ্য

পুষ্করিণীর পথ

কলসী কক্ষে গ্রাম্য রমণীগণের প্রবেশ

গীত

ওলো ত্বরা চল্ ঘরে।

আকাশ থেকে নামছে আঁধার

পরে ফিরবি কি ক'রে

পথে দুষ্টু ছোঁড়া চুপটি করে ঘাপটি মেরে রয়-

দেখে নয়না হানে, বসন টানে, চাপা কথা কয়-

শুনলে সে, কোমর কসে

দেবে ঘরের বার ক'রে ॥

ষষ্ঠ দৃশ্য

গৃহ মধ্যে

খেঁদী আসীন

খেঁদী। ও গোয়াল ঘরে গিয়ে ঢুকল কেন? বাবার অবস্থার কথা ত গাঁয়ের লোকের কাছে জান্‌তে

পারত ; গরু হিসেব ক'রে বুঝতে গিযে এ কেলেঙ্কারী করলে কেন ?

নেপথ্যে সীতানাথ। মা ! গোবর্দ্ধন এসেছে।

গোবর্দ্ধনেব হাত ধরিয়া সীতানাথেব প্রবেশ

খেঁদীব উত্থান ও ঘোমটা দেওন

সীতানাথ। (খেঁদীকে দেখিযা স্বগত) কৈ, মা ত এখানে নাই, যাই ডেকে দি গিয়ে। প্রস্থান

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) সম্বন্ধী যখন মা বলে ডাকলে, তখন ঘরে যিনি রযেছেন, তিনি নিশ্চযই আমার শাশুড়ী। (খেঁদীকে শাশুড়ী মনে করিযা) বেশ ভাল আছেন তো ? প্রণাম। তথাকরণ

খেঁদী। (চাপা স্বরে) ও মা ; ও কি ! ও কি ! (জড়সড় ভাবে সরিযা গেল)

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) শাশুড়ী ঠাকুরুণকে কি প্রণাম করতে নাই নাকি ? কিন্তু সবাই ত করে শুনতে পাই। তবে শাশুড়ী ঠাকুরুণ "ওকি ওকি" ক'রে উঠলেন কেন ? (প্রকাশ্যে) আপনার চেহারাটা একটু কাহিল কাহিল ঠেক্‌ছে, অসুখ বিসুখ ক'রেছিল না কি ?

খেঁদী। (স্বগতঃ) ছিঃ ছিঃ, আমাকে মা মনে ক'রে

'আপনি'—'আজ্ঞা' ক'বছে, যা তা বল্‌ছে। বছর খানেক না দেখে যে নিজের পরিবারকে চিন্‌তে পারে না, সে কেমন লোক? এমন বোকা, যে বযসের তফাতও বুঝতে পাবছে না? ছিঃ ছিঃ, এখান থেকে পালাই। প্রস্থান

গোবর্দ্ধন। (হতভম্ব ভাবে) চ'লে গেলেন বোধ হচ্ছে? তবে বুঝি এদেশে প্রণাম কবা বিধি নয, তাই রাগ ক'বলেন? কার পাযেব শব্দ হচ্ছে? বোধ হয শাশুড়ী ঠাকরুণ গিয়ে খেঁদুকে পাঠিযে দিলেন।

কাল বৌয়ের প্রবেশ

কালো বৌ। ভাল আছ ত?

গোবর্দ্ধন। হাঁ, তুমি বেশ ভাল আছ? ইস্, অনেক বড়টী হযেছ দেখছি যে!

কাল বৌ। (স্বগত) দুর্গা, দুর্গা, আমাকে খেঁদী মনে করেছে। ছিঃছিঃ,(প্রকাশ্যে)হাঁ বাবা! বেয়ান ভাল আছেন তো?

গোবর্দ্ধন। (লজ্জায জিহ্বা কাটিযা স্বগত) এ্যা হ্যা হ্যা, এ যে শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ। ছিঃ ছিঃ করলাম কি? এখন উপায? সামলে নিই, আর কি করব; হাতের তীর ত বেরিযে গেছে। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে হাঁ। আপনার শরীর—(স্বগত) না, এদেশে বুঝি আবার ও নিয়ম নয়।

কাল বৌ। হাঁ বাবা, আমি আজকাল ভালই আছি। তুমি

ঐ চৌকীতে ব'স বাবা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমি হাত মুখ ধোবার জল পাঠিয়ে দিই গে। প্রস্থান

গোবৰ্দ্ধন। না, নিয়ম ত বটে। শাশুড়ী ত উত্তর দিলেন "ভাল আছি"। তবে তখন যাকে প্রণাম ট্রণাম করলাম, সে কে? দেখতে না পেয়ে খেঁদুকেই প্রণাম করি নাই ত? এঃ, যদি তাই ক'রে থাকি? এ হেঃ হেঃ, তা'হলে ত মুখ দেখান ভার হবে। যাক্, উপস্থিত কোনখানে চৌকী আছে ব'লে গেল, খুঁজে বসে নিই, নইলে পরে মুস্কিল হবে। (চৌকীর অনুসন্ধান করিতে করিতে একটী তোরঙ্গের উপর বসিয়া) ব্যাস নিশ্চিন্ত। (হাত বুলাইয়া দেখিয়া) উঁহু, এটা যে একটা তোরঙ্গ। (উঠিয়া একটী পিঁড়ি ঢাকা জলের কলসীর উপর বসিতেই কলসী ভাঙিয়া জল পড়িয়া গেল) এ হেঃ হেঃ, জলের কলসীর উপরে কাঠের পিঁড়ি ঢাকা ছিল—বুঝতে পারলাম না। তাই ত, ঘর যে কাদা হ'য়ে গেল। (চৌকীতে হাত ঠেকিল) হাঁ শালা, এইবার পেয়েছি। (ভাল করিয়া উপবেশন) উঃ এমন ক'রে বসা অভ্যাস নাই, এ যে হাঁটু ভেঙে যাবার জোগাড় হয়েছে। তা হোক, এমন ক'রেই বসতে হবে, নইলে চাষা মনে করবে। (চাপটী খেলিয়া বসাতে দক্ষিণ হাঁটু অসম্ভব উঁচু হইবে ও গোবৰ্দ্ধন হাঁটু নামাইবার জন্ম হাত দিয়া চাপিতে থাকিবে)

খেঁদীর পুনঃ প্রবেশ

খেঁদী। (স্বগত) ও মা, বসার ভঙ্গী দেখ! এ কি, ঘরময় কাদা হ'ল কেন? বোধ হয় পা লেগে কলসীটা ভেঙে গেছে।

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) কে ঘরে ঢুকলো বোধ হচ্ছে? আর আগে কথা ক'যে অপ্রস্তুত হ'চ্ছি না। যে এসেছে, সেই আগে কথা ক'ক।

খেঁদী। ও গো! মা তোমাকে ও ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাতে বল্লেন।

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) এরা কি সন্দেহ ক'রেছে যে আমি রাতকাণা? তাই এ ঘর ও ঘর করিয়ে পরীক্ষা ক'রে নিচ্ছে না কি?

খেঁদী। ওগো, শুন্‌ছ? মা তোমাকে ও ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাতে বল্লেন।

গোবর্দ্ধন। খেঁদু, শরীর বড় খারাপ হ'য়েছে, আর উঠতে পারছি না। মাথা তোলবার ক্ষমতা নাই।

খেঁদী। কেন এমন হ'ল গো? তা আমার গায়ে না হয় ভর দিয়ে একটু কষ্ট ক'রে চল। এ ঘরে ত শোবার জায়গা নাই।

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) নাই নাকি? (প্রকাশ্যে) তবে

আর কি করি? কাছে এস, আমাকে ধর। উঃ, কি মাথার যন্ত্রণা! (খেঁদীর অঙ্গে ভর দিয়া) খেঁদু!

খেঁদী। কিগো?

গোবৰ্দ্ধন। তোমাকে কেমন তামাসা ক'রলাম।

খেঁদী। কি তামাসা গো?

গোবৰ্দ্ধন। তোমাকে প্রণাম ক'বে।

খেঁদী। ছি, অমন তামাসা কি করে গো? আমার যে অপরাধ হয। চল। উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

গ্রাম্যপথ

গ্রাম্য রমণীগণ

গীত

খেঁদীর বর এলো ঘর, আর কি ঘরে মন সরে?
থাক নিজ পতি, ঘোর যুবতী চল্‌লো মধু বাসরে ॥
র'ক নিজ পতি জেগে রাতি শয্যাসায়কে,
মোরা লজ্জা ফেলি ভোলাতে চলি পর-নায়কে,
ওগো বাঙালী মেয়ের স্বভাব সাধের,
স্বভাব ছাড়ি কি করে?

যখন রাস্তা ঘেরে রোশনি করে, চলে কোন বর,
মোরা সরম ভুলে ঘোমটা খুলে, হাজির পথের পর,
বরের নামে মনকে টানে,
দেখে ভাতার বদন ভার করে—
(তবু স্বভাব ছাড়ি কি ক'রে ?)

অষ্টম দৃশ্য

শয়ন-কক্ষ

তক্তপোষে গোবর্দ্ধন শুইয়া আছে

গোবর্দ্ধন। যাক্ এখন পর্য্যন্ত ত কোন রকম ক'রে কাটিয়ে দেওয়া গেছে। কেউ এখনও বুঝতে পারে নাই। হে মা কালী, রাত্রিটায় যেন আর কোন বিপত্তি না ঘটে। পাটীটা বিউলেই তোমাকে জোড়া পাঁঠা দেব।

খেঁদীসহ গ্রাম্য রমণীগণের প্রবেশ

১ম রমণী। কই খেঁদীর বর ? এই যে। ও বর। উঠে ব'স না। কোমর ভাঙা না কি ?

গোবর্দ্ধন। (উঠিয়া বসিতে বসিতে স্বগত) সেরেছে রে,

বুঝি শালি-শালাজরা এসেছে। (প্রকাশ্যে) না, কোমর ভাঙা কেন? পথ চলে এসে শরীরটা বড় আক্লান্ত হ'যে পড়েছে, তাই একটু শুযেছিলাম। বসিল

১ম রমণী। এসে ত খেঁদীর মুখ দেখেছ, তাতেও আক্লান্ত?

গোবৰ্দ্ধন। (স্বগত) হা ভগবান, দেখেছি আর কৈ?

১ম রমণী। একটা গান গাও, আমরা তোমার গান শুনতে এলাম।

গোবৰ্দ্ধন। ওরে বাবা, এখানে কি গাইতে পারি? ওঘরে শ্বশুর শাশুড়ী রয়েছেন।

১ম রমণী। ও ঘর! এর চার পাশে আবার ঘর কোথা দেখলে? এর পঞ্চাশ হাতের ভিতর কোথাও ঘর নাই। এখানে নাচলে কুঁদলেও কারো কানে যাবে না। বাইরে ঐ কূয়োর ধারে গিয়ে যদি চেঁচান যায় তবে যদি তোমার শ্বশুর শাশুড়ী শুনতে পায়। তা তোমাকে তো আমরা সেখানে গিয়ে চেঁচাতে বলছি না, শুধু ঘরের মধ্যে গান ক'রতে বলছি।

গোবৰ্দ্ধন। (স্বগত) এর চার পাশে ঘর-টর নাই না কি? আবার সামনে কোথায় একটা কুয়ো আছে বলছে। রাত্রে যদি বেরুতে হয় তবে বিশেষ সাবধানে বেরুতে হবে দেখছি।

১ম রমণী। কি, কথা কও না যে? গান গাও না?

গোবৰ্দ্ধন। ও বাবা, মারবে নাকি?

১ম রমণী। মারবই ত। গান না গাইলেই মারব।

গোবর্দ্ধন। কি জান, আমার গলা নাই।

১ম রমণী। তুমি কি তবে কন্ধকাটা নাকি?

গোবর্দ্ধন। কন্ধকাটা কি রকম?

১ম রমণী। গলা না থাকলেই কন্ধকাটা।

গোবর্দ্ধন। না, না, আমি বলছি যে সুর নাই।

১ম রমণী। সে তুমি মিছে বলছ কি সত্যি বলছ, তা জানব কেমন ক'রে? আগে একটা গাও, তারপর আমরা পাঁচ পঞ্চায়েতে বিচার ক'রব—তোমাকে আর গাইতে বলা উচিত কি না। এমন কি যদি দরকার বুঝি, তবে গানের মাঝখানেই তোমাকে থামিয়ে দিতে পারি।

গোবর্দ্ধন। নিতান্তই ছাড়বে না? আচ্ছা, যেমন জানি—গাইছি। কিন্তু তোমাদের সবাইকে গাইতে হবে—এই করারে!

১ম রমণী। সে তোমার প্রাণেশ্বরী খেঁদী গাইবে এখন।

গোবর্দ্ধন। তবে আমার গানও খেঁদীকে শোনাব এখন।

১ম রমণী। আচ্ছা বেয়াড়া জামাই ত! বেশ আমরাও গাইব এখন; আগে তুমি গাও।

গোবর্দ্ধন। গীত

"শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারী
কেন মা তোমার এমন বেশ ?
হর হৃদি পরে দিয়েছ চরণ,
নাহিক তোমার লাজের লেশ।"

১ম রমণী। আগা কি রসজ্ঞান! যেন গঙ্গাযাত্রা।

গোবর্দ্ধন। তোমাদের কাছে অরসিকেরও রস যোগায়। তা, এইবার তোমাদেব পালা।

১ম রমণী। আমরা কি গান গাইতে জানি!

গোবর্দ্ধন। শুধু গান, নাচতেও হবে। এখানে ত আর কেউ দেখতে আসছে না! এর চার পাশে পঞ্চাশ হাতের ভেতরে ত ঘর নাই।

১ম রমণী। সে তোমার খেঁদী নাচবে। নাচ না লো খেঁদী ?

খেঁদী। দূর!

গোবর্দ্ধন। নাচ গাও না? ও সব চালাকি শুনছি না।

১ম রমণী। নিতান্তই ছাড়বে না ?

গোবর্দ্ধন। না।

১ম রমণী। তবে কপাটটা ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে আয় লো। তথাকরণ

গোবর্দ্ধন। হাঁ হাঁ ভাল ক'রে বন্ধ করে এস। (স্বগত)

স্বচ্ছন্দে নাচ ছুঁড়িয়া আমি কিছুই দেখ্‌তে পাব না, কোন ভয় নাই।

গ্রাম্য রমণীগণের গীত

ওলো বর মন মাতায়
শুধু মিটিমিটি চায় আর চোখ নামায়।
চোকের কোণে চোকা বাণ হানে
সবলে বেঁধে ওলো অবলার প্রাণে,
কুলবতীর কুল ধরে টানে—
ওলো বরের কাছে সরম রাখা
বিষম দায়—
হ'ল বিষম দায়॥

গোবৰ্দ্ধন। বাঃ বেশ! কিন্তু গানের চেয়েও তোমাদের নাচ সুন্দর। নাচলে, কিন্তু একটুও শব্দ হ'ল না।

১ম রমণী। নাচলে আবার কে? ও, ঠাট্টা হচ্চে।

গোবৰ্দ্ধন। (স্বগত) এঁ্যা, নাচে নাই কি? ভাগ্যে ঠাট্টা ভাবলে!

১ম রমণী। তুমি ব'স ভাই, রাত হয়েছে, আমরা এখন আসি।

রমণীগণের প্রস্থান

গোবর্দ্ধনের শয়নের উপক্রম

খেঁদী। ওকি গো, আবার শুচ্ছ কেন? একেবারে খেয়ে শোও না?

গোবর্দ্ধন। একটু ঘুমিয়ে নিই খেঁদু, শরীরটা বড় আক্লান্ত হয়েছে। খাবার দিয়ে গেলে উঠে খাব এখন। (স্বগত) বাবা, না শুলে রক্ষা আছে? শাশুড়ীর সামনে খেতে ব'সে, ডালের বাটীতে হাত দিতে মাটীতে হাত ঘষি আর কি? উহুঁ, ও খেয়েই কাজ নেই। একটা রাত্তির উপবাস ক'রলে মরে' যাব না, কিন্তু আমি যে রাতকাণা—সেটা এরা জানতে পারলে লজ্জাতেই ম'রে যাব। (প্রকাশ্যে) দেখ খেঁদু, দেহটা আজ ভাল নাই, আমি আর আজ রাত্তিরে কিছু খাব না।

খেঁদী। তা কি হয় গো? বাবা এই রাত্রে পুকুরে জাল ফেলে তোমার জন্যে বড় মাছ ধরালেন। তুমি না খেলে তাঁর মনে কষ্ট হবে যে!

গোবর্দ্ধন। তাই ত, কষ্ট হবে—কিন্তু আজ আর কিছু না খেলেই ভাল ছিল। তা এখন ত রান্নার একটু দেরী আছে, ততক্ষণ একটু গড়িয়ে নিই।

খেঁদী। তা না হয় নাও। আমি খাবার হয়েছে কি না দেখে আসি। প্রস্থান

গোবর্দ্ধন। হে মা কালী, এই খাবার দায় থেকে কোন রকমে রেহাই কর। বলেছি ত মা, পাঁটীটা বিউলেই

জোড়া পাঁঠা। এই যে উপুড় হয়ে ঘাড় কাৎ ক'রে শুলাম, ঢাক বাজালেও আর উঠছি না।

ঐরূপ ভাবে শয়ন

খাবারের থালা লইয়া কাল বৌ এবং পীড়ি ও জলের গ্লাস লইয়া খেঁদির প্রবেশ ও যথাস্থানে রক্ষা

কাল বৌ। গোবর্দ্ধন, ও বাবা গোবর্দ্ধন? খাবার এনেছি বাবা, উঠে চাঁদ মুখে দু'টো দাও।

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) চাঁদমুখে যে দেবার যো নাই শাশুড়ী ঠাকৃরুণ নইলে খাবারের গন্ধ যা বেরিয়েছে, মনে হচ্ছে—এক গাবোশে সব খেয়ে ফেলি।

কাল বৌ। গোবর্দ্ধন! ও বাপ! খেঁদি! তোর কি কিছু আক্কেল নাই, খাবার আগে ঘুমুতে দিলি কেন?

খেঁদী। (নত মুখে নিরুত্তর)

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) খেঁদুর তোমার কোন দোষ নাই শাশুড়ী ঠাকৃরুণ। ও বেচারী বার বার বলেছিল; কিন্তু আমার খাবার উপায় নাই, সেটা ত তোমরা বুঝ্‌ছ না।

কাল বৌ। গোবর্দ্ধন—গোবর্দ্ধন—ও বাপ!

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) বাপ যে জেগে ঘুমুচ্ছে, কি ক'রে তুল্‌বে শাশুড়ী ঠাকৃরুণ!

কাল বৌ। তবে আমি খাবার রেখে চল্‌লুম খেঁদী! তুই গা ঠেলে তুলে' খাওয়া।

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) তাইতো, খিদে বড্ড পেয়েছে। উঠে খাব নাকি? সুঘ্রাণও ভারি বেরিয়েছে। কিন্তু খেঁদু যদি জান্‌তে পারে? কোন ছলে খানিকক্ষণের জন্যে বিদায় ক'রে দি।

খেঁদী। ওগো, শুনছ?

গোবর্দ্ধন। উঁ।

খেঁদী। ওমা, ডাকতে মিলতেই সাড়া! মট্‌কা মেরে পড়েছিলে নাকি?

গোবর্দ্ধন। (রাগিয়া) মট্‌কা মেরে পড়ে' থাকব কি জন্যে? বলি—মট্‌কা মেরে পড়ে' থাকব কি জন্যে? আমি কি রাতকাণা, যে খাবার ভয়ে মট্‌কা মেরে পড়ে' থাকব?

খেঁদী। না, না, আমি কি তাই বলছি, যে তুমি অত রেগে উঠলে?

গোবর্দ্ধন। তবে কি বলছ? ও কথার মানে কি হয়?

খেঁদী। আমি অত মানে বুঝে' কথা বলি নাই। বেশ, আমি ঘাট মান্‌ছি, তুমি এখন উঠে খেতে ব'স।

গোবর্দ্ধন। আমি কারো সামনে খাই না। একটা ওষুধ নিয়েছি, তাতে কারো সামনে খাওয়া বারন আছে। তুমি কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে বাইরে যাও, আমি একা ব'সে খাই।

খেঁদী। আচ্ছা। প্রস্থান

গোবর্দ্ধন। নজরের মার—বড় মার। ভগবান আমাকে সেই মারে মেরেছেন। তবু ঘরে জোর আলো থাক্‌লে ঝাপ্সা ঝাপ্সা একটু আধটু দেখতে পাই—এই যথেষ্ট। এখন খাবারটা কোন্‌দিকে? আহা, যদি দিনে দিনে পৌছতে পার্‌তাম, তবে একবার ঘরের সব কোথায় কি আছে দেখে নিতে পার্‌লে, আন্দাজে আন্দাজেই রাতটা পার ক'রতে পার্‌তাম। যাক্ এখন আর ভেবে কি হবে, খাই। (খাবার অন্বেষণ করিতে করিতে থালার ঠিক মধ্যস্থলে পা দিয়া) হ্যাঃ শালা! লুচির মাঝখানেই পা! এইবার জিব বার ক'রে দাঁড়াইলেই, আমি মা কালী, আর শাদা লুচি যেন আমার মহাদেব। ভাগ্যে বুদ্ধি ক'রে খেঁদুকে তাড়িয়েছিলাম, তাই রক্ষে। নইলে খেঁদু এই কালী মূর্ত্তি দেখলেই হয়েছিল আর কি? এখন সাবধানে পা-টা সরিয়ে নিতে হবে; নইলে পায়ের ঠেলায় আবার ঝোলের বাটি ডালের বাটি না গড়ায়। (তথাকরণ ও পীঁড়িতে উপবেশন ও ভোজন আরম্ভ) আহা হা। বেশ রেঁধেছ। পেট জ্বলে যাচ্ছিল, বাঁচলুম। শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর খেয়ে ফেলা যাক্, নইলে কেউ এসে পড়তে পারে। (তদ্রূপ করণ) বাঃ, মস্ত বড় মাছের মুড়ো ত! (খানিক খাইয়া বাটিতে রাখিয়া লুচি ছিঁড়িতে লাগিল, ইত্যবসরে একটি বিড়াল মুড়াটি

লইয়া ঘরের বাহির হইযা গেল। লুচি মুখে দিযা মুড়ার অনুসন্ধান করণ) মুড়োটা আবার কোথা রাখলাম ? চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান

নেপথ্যে খেঁদী। এ হে হেঃ বেড়ালে মুড়োটা নিয়ে পালিযে এসেছে। দূব—দূর—

গোবর্দ্ধন। ওরে শালা বেড়াল! তবে আর আমি মুড়ো কোথায় পাব? নাঃ, এখানকার বেড়ালের ত বড় আস্পর্দ্ধা! এইবার সাবধানে থাকতে হবে। শালা হুলো নিশ্চযই লোভে লোভে আবার আসবে। (চড় উঠাইয়া রহিল)

কাল বৌয়ের মাছ লইয়া পুনঃ প্রবেশ

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) এই যে, কিসের পায়ের শব্দ হচ্ছে না? শালা লোভে লোভে আবার এসেছে। এস একবার।

কাল বৌ বাটীতে মাছ দিতে যাইবে এমন সময়ে গোবর্দ্ধন কসিয়া চড় মারিল

কাল বৌ। উ হুঃ হুঃ।

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) এ কি! এ দেশের বেড়াল যে মানুষের মত উ হুঃ হুঃ করে দেখছি!

কাল বৌ! ওকি বাবা?

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) এ হে হেঃ—এ দেখছি শাশুড়ী

ঠাকরুণ—আবার মাছ দিতে এসেছে। (প্রকাশ্যে) এ হে হেঃ—অন্যমনস্কে খাচ্ছিলাম—একবার বিড়ালে মাছ নিয়ে গেছে—তাই—এ হে হেঃ—

কাল বৌ। কিছু না বাবা, কিছু না। তুমি ভাল ক'রে খাও। লুচিগুলো অমন ভেঙে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে গেছে কেন?

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) এই রে! (প্রকাশ্যে) যে আপনাদের দেশের বেড়ালের আস্পর্দ্ধা! মুড়ো মুখে নিয়ে, শালা থালার মাঝখানে পা দিয়েই পালাল, আর সব ছৈ ছত্তঃকার হ'য়ে গেল।

কাল বৌ। আহা তা ত বলতে হয়। লুচি নিয়ে আসি। প্রস্থানোদ্যোগ

গোবর্দ্ধন। না, আমার খাওয়া হয়েছে। আর খেতে পারব না। লুচি আর আনতে হবে না।

কাল বৌ। সে কি বাবা, মাছ টাছ সবই যে পড়ে রইল!

গোবর্দ্ধন। ক্ষিদে নাই তা মাছে কি হবে? আপনি আর কষ্ট ক'রবেন না। যান আমি আঁচাই।

কাল বৌ। তা আঁচাও না বাবা! কূয়ো তলায় জল তোলা আছে।

গোবর্দ্ধন। আপনি যান না, কেন আর কষ্ট করছেন?

কাল বৌ। কষ্ট আর কি বাবা?

গোবর্দ্ধন। কষ্ট হ'চ্ছে বৈ কি। কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন!

কাল বৌ। কতক্ষণ আর কৈ? এই ত এলাম। আমরা বাবা ধান ভানি, আমাদের দাঁড়িয়ে থাকার কষ্ট কি গায়ে লাগে?

গোবর্দ্ধন। তা গিয়ে ধানই ভানুন না ছাই, এইখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? আমি আঁচাব সেটা দেখে আর কি ক'রবেন?

কাল বৌ। এই চল্লাম বাবা, তুমি আঁচাও। (স্বগত) এ কি রকম? প্রস্থান

গোবর্দ্ধন। আঁচাও—আঁচাতে গিয়ে বিপদ বাধাই আর কি? আবার বাইরে কোন্‌খানে একটা কূয়ো আছে। আঁচাতে আর বাইরে যাওয়া নয়। ও সাত আঁচা আর এক পোঁচায় সমান। আজকার মত কাপড়েই পোঁচা। (তথাকরণ) এইবার বিছানা—ঐ দিক থেকে এসেছি—এই—এই—এই যে (শয়ন) বাবা, বাঁচা গেল। (উঠিয়া) না বাবা, বাঁচা আর কৈ গেল? জল খেয়ে পেট যে টনটন ক'রে উঠল। বাইরে ত একবার যেতেই হবে। আহা, এই সময় যদি ঘরে একটি কচি ছেলে থাকত, তবে তার বিছানায় সেরে এলে কেউ বুঝতে পারত না। ছেলের নামে পোয়াতি বাঁচা হত। কার পায়ের শব্দ

হচ্ছে? খেঁদি বুঝি আসছে? খেঁদু এসে আগে ঘুমুক, তারপর বাইরে যাব এখন, নইলে খেঁদু যদি বুঝতে পারে!

খেঁদীর প্রবেশ

খেঁদী। হাঁ গো, তামুক তো খাও। তামুক সাজি?

গোবর্দ্ধন। না খেঁদু, তোমাকে আর কষ্ট ক'রতে হবে না, তুমি শীগ্‌গীর শুয়ে পড়।

খেঁদী। না, এতে আবার কষ্ট কি?

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) যেমন মা একগুঁয়ে তেমনি বেটি। সেও আঁচাতে দিলে না এও বাইরে যেতে দেবে না। (প্রকাশ্যে) না খেঁদু, তুমি শোও। পথে আসবার সময় আধ পয়সার ছিগ্‌রাট কিনেছি, তাই খাব। তামুক আমি বড় খাই না। আজ কাল সব ভদ্দলোকেরা তামুকের বদলে ঐ ছিগ্‌রাটই খায়। তুমি শোও।

খেঁদী। তুমি যে ব'সে রইলে?

গোবর্দ্ধন। তা হ'ক তুমি শোও। আমি এখনি একটু পরে ছিগ্‌রাট খাব, তার পর শোব।

খেঁদীর শয়ন

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) ও বাবা, আর যে পারা যায় না। ডেকে দেখি ঘুমুলো কি না? (প্রকাশ্যে) খেঁদু, ঘুমুলে?

খেঁদী। উঁ!

গোবর্দ্ধন। (রাগিয়া) এখনও উঁ। ঘুমোও না। রাত যে পুইয়ে এল—ঘুমুবে কখন ?

খেঁদী। কই তুমি ত ঘুমুচ্ছ না ?

গোবর্দ্ধন। আমার যদি ঘুম না পায় ত তোমার কি ? তুমি ঘুমোও। আমি খাওয়ার অনেক পরে ছিগ্রাট খাব, খেয়েই ঘুমুবো। (ধূমপান) (স্বগত) দোহাই মা কালী, খেঁদুর চোকে ঘুম দাও মা, নইলে আর অসামাল হ'য়ে পড়লুাম। পাওনা—মা বল্লে—বাবা, জামাই ষষ্ঠীর পাওনা। পাওনা আদায়ের ঠেলাটা এইবার সামলায় কে ? (প্রকাশ্যে) খাঁদু ! ও খাঁদু ! ঘুমুলে ? খাঁদু !

খেঁদী। (স্বগত) আমার ঘুমাবার জন্যে ও এত ব্যস্ত কেন ? নিশ্চয়ই কিছু মতলব আছে। সাড়া দেব না, দেখি কি করে ?

গোবর্দ্ধন। যাক্, এইবার ঘুমিয়েছে। কিন্তু বেরিয়ে গিয়ে যদি আর দুয়োর খুঁজে না পাই ? কি সেই কূয়ার মধ্যে যদি পড়ে' যাই, তাহ'লে ? উহুঁ এর এক বুদ্ধি ক'রতে হয়েছে। ঘরের আল্‌নায় কি কাপড় চোপড় নাই ? দেখি। (হাতড়াইয়া আলনা হইতে অনেক-গুলি কাপড় লইয়া গিঁট দিয়া লম্বা করণ) এ কাপড়-গুলি শকড়ি হ'ল, কিন্তু তার আর উপায় নাই। এখন আমি ত বাঁচি।

খেঁদী। (স্বগত) কাপড়গুলো গিঁটিয়ে দড়ির মত লম্বা ক'রছে কেন? শেষ পর্য্যন্ত কি করে দেখিই না।

গোবর্দ্ধন। গিঁটোনো ত হ'লো, এখন তক্তপোষের পায়ায় একদিক বাঁধা যাক্, আর একদিক বাঁধি কোমরে। তাহ'লেহ এই কাপড়ের দড়ি ধরে ধরেই ঠিক বিছানায় আস্‌ব।

তক্তপোষে ও কোমরে কাপড় বাঁধিয়া
হাতড়াইয়া হাতড়াইযা প্রস্থান

খেঁদী। ঘরে ত আলো রয়েছে, তবু অমন কাণার মত হাতড়ে হাতড়ে যায কেন? উঁকি মেরে দেখি কি করে?

উত্থান ও দর্শন; এমন সময়ে তক্তপোষ দড়ির
টানে সরিয়া দরজায গিয়া আটকাইল

নেপথ্যে গোবর্দ্ধন। উহু হুঃ—

খেঁদী। একি! কূয়োর মধ্যে পড়ে' গেল নাকি? ওমা! মা! এ কি হ'ল মা!

অম্বিকা, সীতানাথ ও কাল বৌয়ের শশব্যস্তে প্রবেশ

সকলে। কি, কি, ব্যাপার কি? অমন চেঁচিয়ে উঠলি যে?

খেঁদী। কূয়োয় যে পড়ে' গেল। ক্রন্দন

কাল বৌ। কে, কে? সকলের বাহিরে প্রস্থান

নেপথ্যে অম্বিকা। এই কাপড়ের দড়িটা ধর সীতেনাথ, টান টান?

সিক্তবস্ত্রে গোবর্দ্ধনকে লইয়া সকলের পুনঃ প্রবেশ

অম্বিকা। হাঁ হে বাপু, কূযো। পডলে কি ক'রে? কাপড়ের দড়িই বা কোমবে বেঁধেছ কেন?

গোবর্দ্ধন। (স্বগত) তাই ত কি কৈফিযৎ দিই (প্রকাশ্যে) কূযোয পড়ব কেন? কোমবে দড়ি বেঁধে কূয়োয নেমে কত জল আছে তাই মাপছিলাম।

অম্বিকা। এ কি আজগুবি খেযাল বাপু। তা বন্দোবস্ত ক'রেই যদি নেমেছিলে ত এমন গা ঝুঁঝিয়ে বক্ত পড়ছে কেন? বাপু, আমবা ধান চালের ভাত খাই, জাত চাষা হ'লেও—মানুষ। নিশ্চযই তোমার চোকের দোষ আছে। নইলে শ্বশুরবাড়ী এসে, ঘরের বদলে গোযালে ঢোক, বেডাল মনে ক'রে শাশুড়ীব গালে চড় মার, কূয়োয় পড়ে' গিযে জল মাপছিলে বল?

গোবর্দ্ধন। আজ্ঞে চোখের দোষ নাই, তবে—

অম্বিকা। তবে কি?

গোবর্দ্ধন। একটু বাতকাণা। ক্রন্দন সুরে

অম্বিকা। একটু কেন, বেশই। তা, তার জন্য এসব ছল কেন? ভগবান তোমাকে রাতকাণা ক'রেছেন; ভগবানেব উপর কারচুপি ক'রতে গেলে ত পদে পদে এমনি অপদস্থ হবেই। আর ব্যারাম ঢেকে লাভটা কি? ভগবানের দেওয়া শরীর, ভগবানের

দেওয়া ব্যারাম, তাতে তোমার লজ্জিত হবার কারণটা কি? ভগবানের দেওয়া শরীরে যদি নিজের দোষে ব্যারাম জন্মাতে, তবে লজ্জিত হবার কারণ ছিল বটে।

গোবর্দ্ধন। ঠিক বলেছেন। ঢাকতে গিযে মনের কষ্টে, শরীরের কষ্টে সারা হলাম, তবু ত কৈ ঢাকতে পারলাম না! এই যে সকাল হ'য়ে এসেছে! কে কোথায আছ, সকলে শোন—আমি রাতকাণা—রাতকাণা—রাতকাণা।

গ্রাম্য রমণীগণের প্রবেশ ও গীত

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাসব্‌না ত আব,
দোষী যখন নিজের দোষ কর্‌ছে লো স্বীকাব॥
ঢাকে ব'লেই আসে হাসি, চাপতে হাসি কাশি কাশি,
ছলে সবে নাচাই মোরা মর্কটেব সেই অবতার॥
খোঁড়া যদি খুঁড়িয়ে চলে, কাণা, 'দেখতে পাইনা' বলে,
হাসির তাতে নাইক কিছু, পাত্র সে ত শুশ্রূষার॥

যবনিকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা